কানাডা দেশটা কেমন

জসিম মল্লিক - টরন্টো থেকে

১.

বসবাসের জন্য এখনও কানাডা একটি চমৎকার দেশ। এটা ঠিক যে আমাদের মত দেশ থেকে বিভিন্ন পেশার যারা আসেন এই দেশটিতে তাদের জন্য একটি উপযুক্ত চাকুরি পাওয়া সত্যি কঠিন। এজন্য তাদেরকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। শুধু আমাদের দেশ বলে নয় অন্য যে কোন দেশের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। তিনটি জিনিষ চাকুরী পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলো হচ্ছে, কানাডার ডিগ্রী, অভিজ্ঞতা এবং রেফারেঞ্চ। তবে কেউ যদি অডজব করতে চান তাহলে কারো রেফারেঞ্চ হলে চলবে। এছাড়াও আপনি এজেন্সিতে নাম লিখিয়ে রাখলে আপনাকে কাজের জন্য ডাকা হবে। অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, এম বি এ করা লোকজন অনোন্যপায় হয়ে হাতের কাছে যে কাজ পাচ্ছেন তাই করছেন। কারণ সবাইকেই সারভাইব করার ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হয়। এখানে কোন কাজকেই ছোট করে দেখা হয় না। সব কাজেরই সম্মান আছে। এখানে পড়াশুনার অঢেল সুযোগ রয়েছে, ইংরেজী শিখতে চাইলেও কোন অসুবিধা নেই। অনেক ধরনের শর্ট কোর্স আছে। একজন অবিভাসীর মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত বছর লেগে যায় নিজেকে সেটল করতে। তা সত্বেও কানাডা একটি পছন্দের দেশ।

এখানে মানুষের মর্যদা, হিউম্যান রাইটস সব কিছুই চমৎকার। অহেতুক কোন হয়রানির কথা ভাবাই যায় না। প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা এতটাই নিশ্চিত করা আছে যে কেউ মন চাইলেই কিছু করতে পারে না। যতক্ষন না আপনি কোন অপরাধের সাথে জড়িত হচ্ছেন। এখানে অপরাধের মাত্রা খুবই কম। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বাঙ্গালিদের চমৎকার সুনাম তৈরী হচ্ছে। বিশেষকরে নতুন প্রজন্ম লেখাপড়ায় খুবই ভাল করছে। যারা ফরেন স্টুডেন্ট তারাও ভাল করছে; যদিও তাদের কিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তা সত্বেও পড়াশুনার জন্য কানাডা বেশ ভাল দেশ। নানা দেশের মানুষের একটি চমৎকার সহাবস্থান এই দেশটি। এখানেই কানাডার বৈশিষ্ট। যেই এ দেশটিতে একবার পা রাখে সেই শত কষ্টের পরও কি এক অদ্ভুৎ মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যায়। ভালবেসে ফেলে দেশটিকে। আপন করে নেয়। নিজের দেশ বলেই মনে করে। যারা ইমিগ্র্যান্ট বা স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে চান তারা এই ওয়েব সাইটে www.cic.gc.ca ব্রাউজ করেত পারেন।

২.

এবার কানাডার আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু বলা যাক। সামারের সময়টা সত্যি সুন্দর। এতটাই সুন্দর যে তা লিখে প্রকাশ করা সত্যি কঠিন। জুন থেকে আগষ্ট এই তিন মাস সামার। এবং এই সময়টার জন্য প্রত্যেকের থাকে দীর্ঘ অপেক্ষা। কারণ বছরের বাকী সময়টা বলতে গেলে শীতের দাপট থাকে। স্বল্প বসনাদের জন্য জন্য এটা হচ্ছে আদর্শ সময়। আর নারী স্বাধীনতা এবং তাদের অধিকারের জন্য কানাডা বিখ্যাত। ডিসেম্বর থেকে

জানুয়ারী তিনমাস থাকে বরফে ঢাকা। যারা নতুন ইমিগ্রান্ট হয়ে আসবেন তারা আলবার্টা ক্যালগেরিতে আসতে পারেন। এখন সেখানে চাকুরীর বাজার খুব ভাল। তবে ইমিগ্র্যান্টদের প্রথম পছন্দের শহর হচ্ছে টরন্টো। মেগা সিটি টরন্টো। অভিবাসীদের ৬০% সতাংশরই বাস টরন্টোতে। আর মোট জনগোষ্ঠির ৪০% সতাংশই বাস করে অন্টারিও প্রভিন্সে। অন্টারিওর রাজধানী হচ্ছে টরন্টো। উল্লেখ্য আয়তনের দিক থেকে আন্টারিও প্রভিন্স পাঁচটা বাংলাদেশের সমান। আর টরন্টো পছন্দের শহর হচ্ছে এই কারণে যে এখানে কাজ কর্ম এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সবচেয়ে বেশী।

সামার সময় হাজার হাজার পর্যটকে মুখরিত এখন কানাডার আকর্ষনীয় জায়গাগুলো। বাংলদেশ থেকে যারা বেড়াতে আসতে চান তারা কানাডা আসতে পারেন। শুধু বসবাসের জন্যই নয় বেড়ানোর জন্যও একটি আদর্শ দেশ কানাডা। মন ভোলানো সব টুরিষ্ট স্পট রয়েছে পুরো কানাডা জুড়ে। গ্রেটার টরন্টো এরিয়া জুড়ে রয়েছে অসংখ্য সব স্পট। টরন্টোর আশে পাশেই যাওয়ার রয়েছে অনেক জায়গা। অন্টারিও লেক যেনো এক আশির্বাদ কানাডার জন্য। রয়েছে সেন্টার আইল্যান্ড। আর রয়েছে সবুজের সমারোহ। এত সবুজ যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য যে আছে তা ভাবলে বিস্ময়ে অবিভুত হতে হয়। কানাডা দেশটা সত্যি পৃথিবীর সেরা দেশের একটি।

৩.

কানাডাতে সবার উপরে বলতে হয় নায়গ্রা ফলসের কথা। বিস্ময়কর এই সৌন্দর্যের বর্ণনা আমরা ছোটবেলায় বইতে পড়েছি। কিন্তু চোখে না দেখলে নায়াগ্রার প্রকৃত সৌন্দর্য অনুভব করা যায়না। এ এমন এক সৌন্দর্যের লীলাভূমি যা মনকে শুধু বিমোহিতই করে না, উদাসও করে দেয়। পৃথিবীর এইসব বিস্ময়কর সৌন্দর্য আবলোকন করতে পারাটা সত্যি আনন্দের। মানুষ হয়ে জন্মানোর সার্থকতা হয়ত প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। টরন্টো থেকে মাত্র সোয়া ঘন্টার ড্রাইভ।

আমি প্রথম নায়াগ্রা এসেছিলাম ২০০০ সালে নিউইয়র্ক থেকে। ওপার থেকে নায়াগ্রা দেখে বিমোহিত হয়েছিলাম। এরপর টরন্টো আসার পর ২০০৪ সালে আবার নায়াগ্রা দেখার সুযোগ হয়। প্রথমবার নায়াগ্রা দেখে কখনো ভাবিনি দুই দিক থেকেই দেখতে পাবো। জীবনটা এরকমই। মানুষের জীবনের গতিপথ পূর্ব নির্ধারিত থাকেনা কখনো। প্রথমবার নায়াগ্রা ভ্রমণের অনেক স্মরনীয় স্মৃতি জমে আছে।

হাজার হাজার পর্যটক এই সময়। নায়াগ্রার সীমাহীন জলরাশি, বিরামহীন আর বিশাল গর্জন নিয়ে বহমান। বিপুল এই পতনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন হারিয়ে যায় কোন সুদূরে। মনে হয় আহা এই সৌন্দর্য যদি দেখতে পেতো আমার দেশের সব মানুষ তাহলে কতই না ভাল হতো। সব সৌন্দর্য একা একা দেখে ঠিক মন ভরে না। সন্ধ্যায় নানা বর্ণের আলোকচ্ছটায় এক মায়াবী স্বপ্নময় পরিবেশের তৈরী হয়। তার উপর যখন ফায়ার ওয়ার্কস শুরু হয় তখন ভাবুন এত সৌন্দর্য আপনি কিভাবে ধারণ করবেন। তাছাড়া রয়েছে শহরে হাজারো রকমের ফান। ক্যাসিনোতে খেলবেন, মুভি দেখবেন,

শিশুদের কত রকমের আনন্দের উপকরন রয়েছে। হোটেলের রুমে বসেও আপনি নায়াগ্রার সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারেন। মন চাইলে ঘুরে আসতে পারেন ওপার আমেরিকা। তবে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। যারা টরন্টো বেড়াতে আসেন তারা একবার নায়াগ্রা বেড়িয়ে যেতে পারেন। নায়াগ্রা শতবার দেখেও আশ মেটেনা।

জসিম মল্লিকঃ সাহিত্যিক, সাংবাদিক

jasim.mallik@gmail.com